

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাল জঙ্গিবাদবিরোধী সভা আয়োজনের নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামীকাল জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী সভা আয়োজনের নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আখতারউজ-জামান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, আয়োজিতব্য সভায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। একই সঙ্গে নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজন, স্কাউটিং ও গার্ল গাইডস কার্যক্রম বৃদ্ধি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরির বিষয়েও সভায় আলোকপাত করতে হবে।

সভায় সব শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজের বিশিষ্ট উদ্যোগী ব্যক্তি, Community leader, ইমাম, শিক্ষার্থী এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সব : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

সব : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (১৬ পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ইউজিসি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

এ উপলক্ষে আগামীকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ধীন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী সভার আয়োজন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।

সামাজিক : যোগাযোগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে এডিশনাল আইজি (এইচ আর এন্ড পি) মো. মইনুর রহমান চৌধুরী দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। ফেসবুকে দেখা গেছে, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গ্রেকতার, জাল নোট উদ্ধার, মাদকসহ অন্য আসামি গ্রেফতারের খবর তাত্ক্ষণিক ছবিসহ আপলোড করার ফলে সংবাদকর্মীরাও সহজে সেই তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন।

পুলিশ কমিশনারের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে উৎসাহিত হয়ে সংশ্লিষ্ট থানার ওসিরাও ফেসবুক আইডি খুলে তাদের অপারেশনের তথ্য আপলোড করছেন। এতে করে অপরাধীদের দেখে অনেকে তাদের সঙ্গীদের চিহ্নিত করে পুলিশকে সহযোগিতা করছে। স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে কেএমপিএ এই উদ্যোগটি খুব প্রশংসিত হচ্ছে।

খুলনার নাগরিকদের অভিমত তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগটি খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখছে। স্যোসাল মিডিয়াতে এধরনের আপডেট অব্যাহত থাকলে অপরাধের হার কমে বলেও মনে করছেন অনেকে। সামাজিক যোগাযোগের গ্রহনযোগ্যতা বিবেচনায় এনে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্য আইনসিদ্ধভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান কমিশনার নিবাস চন্দ্র মাঝি।